The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL.XXXV, 2019 (pp. 103 - 116)
Published in December, 2023

তুলনামূলক শিক্ষা: একটি পর্যালোচনা

কাজল বরণ নাথ*

প্রতিপাদ্যসার

পৃথিবীর সব দেশেই শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হলো নাগরিকদের দৈহিক ও মানসিক ক্ষমতার বিকাশ সাধনে সহায়তা করা যাতে সমাজ ও দেশের সর্বাঙ্গীন সমৃদ্ধি অর্জনে তারা অবদান রাখতে পারে। লক্ষ্যের দিক থেকে তেমন কোনো পার্থক্য না থাকলেও শিক্ষার কাঠামো ও ব্যবস্থার দিক থেকে দেশে দেশে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে। প্রত্যেক দেশ নিজ নিজ উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনের নিরিখেই সবচেয়ে উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের ও বিকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যের কারণে একদেশের শিক্ষাব্যবস্থা অন্য দেশের পক্ষে হুবহু গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তবে বিভিন্ন দেশের শিক্ষাব্যবস্থা উন্নয়নের পিছনে যে নিরন্তর প্রচেষ্টা, ব্যর্থতা ও সাফল্যের ইতিহাস রয়েছে তা যথাযথ চর্চার মাধ্যমে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও শিক্ষাপ্রশাসকগণ নিজ নিজ দেশের শিক্ষাব্যবস্থা বৈশিষ্ট্যাবলি ও গুণাগুণ আরও ভালোভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন। আলোচ্য প্রবন্ধে চারটি দেশ অর্থ্যাৎ বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলঙ্কা ও ইংল্যান্ডের শিক্ষাব্যবস্থার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। এই তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে আমাদের দেশের জন্য ইতিবাচক ও সুবিধাজনক বৈশিষ্ট্যগুলো সনাক্তকরণের মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করা সম্ভব।

ভূমিকা

আলোচ্য প্রবন্ধে গবেষণার তথ্যভিত্তিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। তবে মাঝে মাঝে তথ্য-উপাত্ত ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিও ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উৎস যেমন তুলনামূলক শিক্ষার উপর বিভিন্ন লেখকের বই, প্রবন্ধ এবং আলোচনা থেকে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। প্রবন্ধটির উদ্দেশ্য হচ্ছে কয়েকটি

*সহকারী অধ্যাপক, ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন এন্ড রিসার্চ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার স্বরূপ উন্মোচন করা এবং অপেক্ষাকৃত উন্নত দেশগুলোতে অনুসৃত শিক্ষা-পদ্ধতির সুফল প্রবর্তনের মাধ্যমে আমাদের শিক্ষার মান উন্নয়নে দেশের শিক্ষার মান উন্নত করা। সার্কভুক্ত তিনটি দেশ, যথা- বাংলাদেশ, ভারত ও শ্রীলঙ্কার শিক্ষাব্যবস্থা ইংল্যান্ডের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে পশ্চাৎপদ। শেখন-শেখানো পদ্ধতি, শ্রেণিকক্ষ মিথষ্ক্রিয়া, শিক্ষকের আচরণগত উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে প্রচুর গবেষণার ফলে ইংল্যান্ডের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে। কাজেই, অন্যান্য দেশের পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো বিশেষ করে বাংলাদেশ শিক্ষাক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে পারে।

একটি দেশের শিক্ষার উন্নয়নে নির্দিষ্ট কিছু factor বা নিয়ামক দ্বারা প্রভাবিত হয়। ফ্যাক্টরগুলো হলো:

> The Geographical Factor, The Economic Factor, The Racial Factor, The linguistic Factor, The Philosophical Factor, The Moral Factor, The religious Factor, The Factor of Socialism, The Factor of Humanism, The Factor of Nationalism, The Democratic Factor (Chaube, S.P 1998, 3-11).

কোনো দেশের সংস্কৃতি ও সভ্যতা ও ভৌগোলিক নিয়ামক দ্বারা প্রভাবিত হয়। আবার শিক্ষার সাথে সংস্কৃতি ও সভ্যতা গভীরভাবে সম্পর্কিত। একটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থা অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করে শিক্ষার লক্ষ্যে ও কারিকুলাম নির্বাচন করা হয়। জাতিগত ফ্যাক্টর বিবেচনা করে ও শিক্ষার কারিকুলাম নির্বাচন করা হয়। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দিতে পারলে শিক্ষার্থীরা দ্রুত আয়ত্ত্ব করতে পারে এবং জাতীয় বৈশিষ্ট্যের উন্নয়ন হয়। তাই শিক্ষাব্যবস্থায় মাতৃভাষাটা একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। দার্শনিক ভাবনা শিক্ষাকে প্রভাবিত করে। উদাহরণ হিসেবে ভারত ও গ্রিসে এর যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায়। গণতন্ত্র চর্চার একমাত্র উপায় নৈতিকতা। কাজেই নৈতিকতা ফ্যাক্টর শিক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনুরূপভাবে, জীবনের সাথে সম্পর্কিত ধর্মীয় প্রভাব শিক্ষাকে প্রভাবিত করে এবং একে বাদ দিয়ে শিক্ষা দেওয়া যায় না। পৃথিবীর অনেক দেশে সমাজতন্ত্রবাদ প্রচলিত। কাজেই সে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সমাজতন্ত্র দ্বারা প্রভাবিত। পৃথিবীর সব দেশে মানবিকতা বোধ আছে। মানবিকতাকে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার সবার উপরে স্থান দিতে হবে। জাতীয়তা শিক্ষার লক্ষ্যকে ত্বরান্বিত করে। শিক্ষাব্যবস্থায় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এছাড়া, গণতন্ত্র শিক্ষার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর (Shriyastava S.K 2005, 14)।

তুলনামূলক শিক্ষার অন্যতম জনক স্যার মাইকেল স্যাডলার সর্বপ্রথম তুলনামূলক শিক্ষার সংজ্ঞা ও ধারণা প্রসার ঘটান। পরবর্তীকালে ক্যান্ডেল, ম্যালিসন, হানস প্রমুখ শিক্ষাবিদগণ তুলনামূলক শিক্ষার সংজ্ঞা প্রদানের চেষ্টা করেন। স্যাডলার তুলনামূলক শিক্ষার স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে যেয়ে উল্লেখ করেন:

> In studying foreign systems of education we should not forget that the things outside the schools matter even more than the things inside the schools --- A national system of education is living thing, the outcome of forgotten struggles and difficulties and of battles long ago. It has in it some of the secret warkings of national life (ইসলাম ২০১৪, ২).

ক্যান্ডেলের ভাষায়, "The purpose of comparative education, as of comparative law, comparative literature or comparative anotomy, is to discover the differences in the forces and causes that produce differences in educational systems" (ইসলাম ২০১৪, ৩).

সুতরাং, ক্যান্ডেলের মতে যে সকল কারণ, শক্তি ও উপাদান কোনো সমাজের কৃষ্টিকে রূপদান করে এবং যে সকল শক্তি পরোক্ষভাবে সমাজের শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে তাদের অধ্যয়নই তুলনামুলক শিক্ষাতত্ত্ব।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বিভিন্ন দেশের শিক্ষার তুলনামূলক অধ্যয়নের মাধ্যমে শিক্ষার মানোন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে শিক্ষা সংস্কারের পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব। শিক্ষা ও সমাজ সর্ম্পকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে উন্নয়ন ও সংস্কারের গতিধারার দিক নির্দেশনা দেয়ার ক্ষেত্রে তুলনামূলক শিক্ষার অবদান অনস্বীকার্য। তুলনামূলক শিক্ষার মূল লক্ষ্য হলো বিভিন্ন দেশের শিক্ষাব্যবস্থার অভিজ্ঞতার আলোকে নিজ দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করা, শিক্ষার ত্রুটি ও ভাষা দিক নির্ধারণ করা প্রয়োজনীয় সংস্কার ও উন্নয়নের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ ও যথাযথ প্রয়োগ হয়। এই মূল লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য তুলনামূলক শিক্ষার মাধ্যমে কয়েকটি বিশেষ উদ্দেশ্য অর্জন করা প্রয়োজন। যেমন-

বুদ্ধিবৃত্তিমূলক উদ্দেশ্য

এটি একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র। অন্য দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে বুদ্ধিদীপ্ত অনুসন্ধান ও আলোচনা ব্যক্তির নিজ জ্ঞান ও উপলব্ধিকে পরিপূর্ণ ও উন্নত করে এবং তার অন্তর্দৃষ্টি এমনভাবে বিকশিত করে যে সে অন্যান্য দেশের জনগণের প্রেক্ষিতে নিজেকে সম্যক উপলব্ধি করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এর ফলে শিক্ষা বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন জ্ঞানের বিকাশ ও প্রয়োগের দ্বার উন্মোচিত হয়।

পরিকল্পনামূলক উদ্দেশ্য

পৃথিবীর সব দেশই আজ সমৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নয়ন পরিকল্পনা করে চলছে। শিক্ষা ক্ষেত্রেও প্রতিটি দেশে নতুন নতুন নীতি ও কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে চলছে। এসব নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে কোনরূপ দুর্বলতা বা শৈথিল্য প্রদর্শনের সামান্য অবকাশ নেই। কারণ এর সাথে লক্ষ লক্ষ নাগরিকের ভালো-মন্দ ও ভবিষ্যৎ জড়িত। অতএব, এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত একটি ত্রুটিমুক্ত ও পরিপক্ক হতে হবে। এক্ষেত্রে তুলনামূলক শিক্ষা সুসংগঠিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত তথ্য প্রদানে সহায়ক হতে পারে। এ প্রসঙ্গে জোনস বলেন, "Comparative education, with its rapidly increasing resources and its hopes for better methods, admirable suited to provide a more rational basis for planning'' (ইসলাম ২০১৪, ৬).

উপযোগিতামূলক উদ্দেশ্য

শিক্ষার অর্থনৈতিক মূল্য আজ প্রতিষ্ঠিত সত্য। চীন, জাপান, কোরিয়ার মত কিছু কিছু দেশ কর্ম অভিজ্ঞতা অর্জনকে শিক্ষার একটি অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ বলে মনে করে এবং এ নীতির প্রতিফলন ঘটিয়ে এসব দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। পক্ষান্তরে ভারত ও বাংলাদেশের মতো অনেক দেশই শিক্ষাকে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির উপায় হিসাবে গুরুত্ব না দিয়ে শিক্ষার প্রসার, বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষার প্রসার এমনভাবে ঘটিয়েছে যে বেকার সমস্যা আরও প্রকট হয়ে উঠেছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে যেন ব্রেন ড্রেন (Brain drain) সমস্যা। এসব সমস্যার সমাধান পেতে হলে তুলনামূলাক শিক্ষার আলোকে শিক্ষার প্রয়োগশীলতা ও উপযোগিতার বিষয়টি ভাবতে হবে।

উদ্ভাবনীমূলক উদ্দেশ্য

তুলনামূলক শিক্ষা পরিচর্চার মধ্যে দিয়ে উন্নত দেশসমূহে বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শিখন-শেখানো পদ্ধতি, শ্রেণিকক্ষে মিথস্ক্রিয়া, শিক্ষকের আচরণগত উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে এক গবেষণা পরিচালিত হয়েছে যে, এসব সর্ম্পকে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহ যথাযথ জ্ঞানও ধারণা পেতে ব্যর্থ হলে এসব দেশের শিক্ষাব্যবস্থা কালক্রমে সেকেলে ও ব্যর্থ বলে পরিগণিত হবে। কাজেই অনেক সময় পরীক্ষা ও ভ্রান্তি নিরসন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সরাসরি নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনের চেয়ে অন্য দেশের পরীক্ষা নিরীক্ষালব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোই শ্রেয়।

তুলনামূলক শিক্ষার পদ্ধতি

এই পদ্ধতিই কোনো দেশের শিক্ষায় অগ্রগতি অথবা ব্যর্থতা সঠিকভাবে পরিমাপ করে দেবে এবং সেই পরিমাপের ভিত্তিতেই শিক্ষা সংস্কারের কাজে উদ্যোগী হওয়া যেতে পারে। তাই শিক্ষাব্রতীগণ তুলনামূলক শিক্ষার বিভিন্ন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। নীচে কতিপয় বিষয় আলোচনা করা হলো:

বর্ণনামূলক পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে কোনো দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সর্ম্পকে সাধারণ বর্ণনা প্রদান করা হয়ে থাকে। তারপর প্রয়োজনমত অন্য দেশের শিক্ষার সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করা হয়।

উৎকর্ষ-অপকর্ষ পদ্ধতি

এ পদ্ধতি অনুসারে, বিভিন্ন দেশের শিক্ষাব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ গুণগত সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার সংখ্যাগত তারতম্যও আলোচিত হয়। এই আলোচনা কোন দেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপকতা নির্ধারণে যথেষ্ট সহায়তা করে। এই পদ্ধতিকে পরিসংখ্যান পদ্ধতি বলা যায়। পরিসংখ্যান পদ্ধতি সার্থক হবে তখন, যখন উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী একই ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে"(ইসলাম ২০১৪, ৯)।

ঐতিহাসিক পদ্ধতি

সুদূর অতীত থেকে আরম্ভ করে নানা প্রতিবন্ধকতা ও নানা পর্যায় অতিক্রম করে শিক্ষা আধুনিক স্তরে এসে পৌঁছেছে। শিক্ষা চেতনার ক্রমবিকাশের এই পর্যায়গুলোর তুলনামূলক বিশ্লেষণই ঐতিহাসিক পদ্ধতি। তুলনামূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির উল্লেখযোগ্য অবদান অনস্বীকার্য। এই পদ্ধতির দ্বারাই আমরা জানতে পেরেছি কোনো দেশের শিক্ষা-চিন্তার বিবর্তনের ক্ষেত্রে কোন কোন উপাদানগুলো বিশেষভাবে কার্যকরী থাকে।

সমাজ বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি

এই পদ্ধতি অনুসারে, কেবলমাত্র সামাজিক উপাদানগুলোর ভিত্তিতেই তুলনামূলক শিক্ষার চর্চা করা হয়। মাইকেল স্যাডলার হলেন এই পদ্ধতির অন্যতম প্রবক্তা। ১৯০২ খ্রি. তিনি লিখেছিলেন, "ইংল্যান্ডের শিক্ষাব্যবস্থার পর্যালোচনা বিচ্ছিন্নভাবে করা সম্ভব নয়। এই পর্যালোচনার জন্য যেমন প্রয়োজন ইংল্যান্ডের সামাজিক পরিমণ্ডলের বিশ্লেষণ, তেমনি প্রয়োজন জার্মানি, আমেরিকা, ফ্রান্স এবং অন্যান্য দেশের শিক্ষার সঙ্গে সামাজিক পটভূমিকার বিশ্লেষণও" (ইসলাম ২০১৪, ১০)।

বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি

এই পদ্ধতি অনুসারে, সর্বপ্রথম কোন একটি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তারপর সংগৃহীত তথ্যগুলোকে তুলনামূলকভাবে বিবেচনা করা হয়। এর পর তথ্যগুলোকে কতকগুলো শ্রেণিতে বিনাস করা হয় এবং এই শ্রেণিবিন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে যে ফলশ্রুতি লব্ধ হবে তাকেই সিদ্ধান্ত হিসাবে গ্রহণ করা হবে।

সংশ্লেষণ পদ্ধতি: বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতির ঠিক বিপরীত রূপই হলো সংশ্লেষণ পদ্ধতি। এডমন্ড জে কিং হলেন এর প্রধান প্রবক্তা। ১৯৬২খ্রি. তিনি তাঁর 'World Perspective in Education' নামের বইটিতে এই পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "শিক্ষার দিক থেকে সমগ্র পৃথিবীকে একটি একক হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। কোনো একটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সেই বিশ্ব শিক্ষা ব্যবহার নিরিখে বিচার করে দেখতে হবে" (ইসলাম ২০১৪, ১১)।

এশিয়ার কয়েকটি দেশে বিশেষ করে বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলংকা এবং ইউরোপের ইংল্যান্ড এর শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হলো:

বাংলাদেশ

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই ১৯৭২ সনে রচিত সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে বৈষম্যহীন, গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা হবে প্রতিটি শিশুর জন্য বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক। বাংলাদেশে শিক্ষাব্যবস্থায় সাধারণ শিক্ষা ধারার পাশাপাশি মাদ্রাসা শিক্ষা, এছাড়া কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের জন্য ভোকেশনাল শিক্ষা ধারা ও বর্তমান রয়েছে। সাধারণ শিক্ষা ধারার ক্ষেত্রে তিনটি স্তর রয়েছে, যথা প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা এবং উচ্চ শিক্ষ। বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষা ৫ বছর মেয়াদী (১ম - ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত) সম্প্রতি নতুন শিক্ষানীতি অনুযায়ী প্রাক্-প্রাথমিক থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশাপাশি নানা ধরনের বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে, যথা- রেজিস্ট্রার্ড ও ননরেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়, স্যাটেলাইট স্কুল, কমিউনিটি স্কুল, কিন্ডার গার্টেন স্কুল এবং পরীক্ষামূলক স্কুল। মাদ্রাসা শিক্ষা ধারায় প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে এবতেদায়ী মাদ্রাসা। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরের শিক্ষার মধ্যবর্তী শিক্ষাস্তরটি মাধ্যমিক শিক্ষা নামে পরিচিত। ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত নিম্নমধ্যমিক, নবম দশম শ্রেণি মাধ্যমিক এবং একাদশ দ্বাদশ শ্রেণি উচ্চ মাধ্যমিক। প্রায় ৯৭% হাইস্কুল এবং সব জুনিয়র স্কুল/নিম্নমাধ্যমিক স্কুল বেসরকারি শিক্ষ প্রতিষ্ঠান। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাকে এখনো ঐতিহ্যগতভাবে কলেজ শিক্ষার অংশ হিসাবে দেখা হয়, মাধ্যমিক স্কুলের নয়। তাই এই স্তরের শিক্ষা বা প্রতিষ্ঠান সাধারণত উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ নামে পরিচিত। উচ্চমাধ্যমিক কলেজে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে পাঠদান করা হয়। প্রায় ৯৮% উত্তর মাধ্যমিক কলেজই বেসরকারী এমপিওভুক্ত। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষা উচ্চমাধ্যমিক কলেজ ছাড়াও দুই ধরনের প্রতিষ্ঠানে প্রদান করা হয়। স্কুল এন্ড কলেজ অর্থাৎ মাধ্যমিক এর সঙ্গে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিভুক্ত প্রতিষ্ঠান, ডিগ্রি কলেজ প্রায় সব ডিগ্রি কলেজেই উচ্চ মাধ্যমিক শাখা রয়েছে। উচ্চ শিক্ষা সাধারণত পাঁচ বছর মেয়াদী, অর্থাৎ (৩ বছর স্নাতক পাশ + ২ বছর মাস্টার্স ডিগ্রি) অথবা (৪ বছর স্নাতক সম্মান + ১ বছর মাস্টার্স ডিগ্রি)। এ ছাড়াও এম ফিল বা পিএইচডি ডিগ্রির জন্য অতিরিক্ত ন্যূনতম যথাক্রম ২ বছর এবং ৩ বছর প্রয়োজন হয়। উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে ডিগ্রি কলেজ যা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এবং সরকারী/বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়। সাধারণ

শিক্ষা ধারার বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি মেডিক্যাল, প্রকৌশল,কৃষি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষায় পাঁচটি স্তর রয়েছে। পাঁচ বছর মেয়াদী এবতেদায়ী, পাঁচ বছর মেয়াদী দাখিল, দুই বছর মেয়াদী আলিম, দুই বছর মেয়াদী ফাজিল এবং দুই বছর মেয়াদী কামিল যা যথক্রমে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক স্নাতক (পাশ) ও স্নাতকোত্তর সমমানের। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার তিনটি স্তর রয়েছে। এক বা দুই বছর মেয়াদী সার্টিফিকেট কোর্স (৮ম শ্রেণি উত্তীর্ণরা ভর্তির জন্য যোগ্য), তিন বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা কোর্স (মাধ্যমিক স্কুল পরীক্ষায় উত্তীর্ণরা ভর্তির জন্য যোগ্য), চার বছর মেয়াদী ডিগ্রি কোর্স (উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণরা ভর্তির জন্য যোগ্য)

২২+	১৬	মাস্টার্স/এম.ফিল//পিএইচ.ডি	উচ্চশিক্ষা
১৮-২১	১৩-১৫	স্নাতক(সম্মান/পাস)	উচ্চশিক্ষা
১৭	১২	উচ্চ মাধ্যমিক	
১৬	১১		
১৫	১০	মাধ্যমিক	
১৪	৯		
১৩	৮	নিম্ন মাধ্যমিক	
১২	৭		
১১	৬		
১০	৫	প্রাথমিক	
৯	৪		
৮	৩		
৭	২		
৬	১		
৫		প্রাক প্রাথমিক	
৪			
৩			
২			
বয়স	শ্রেণি		

উৎস: হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষার ইতিহাস ও তুলনামূলক শিক্ষা, ঢাকা, ১৯৯৪।

চিত্র: বাংলাদেশের শিক্ষার কাঠামোগত বিন্যাস

বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার সঠিক প্রশাসন ও পরিচালনার সর্বোচ্চ ক্ষমতা ও দায়িত্ব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যাস্ত। মন্ত্রী মন্ত্রণলয়ের নির্বাহী প্রধান ও তবে অর্থ সংক্রান্ত বিষয়সমূহের নির্বাহী প্রধান মন্ত্রণালয়ের সচিব। সমস্ত নীতিবিষয়ক সিদ্ধান্ত মন্ত্রণালয়ের গৃহীত হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় আন্তঃমন্ত্রণালয়ের বিষয়াবলীর সুরাহা করে থাকে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি পরিকল্পনা কোষ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের পেশকৃত প্রকল্পসমূহের পরিবীক্ষণ করে এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ সাধন করে। প্রশাসনিক সুবিধার জন্য সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত নীতিমালা কার্যকর করে থাকে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। এই অধিদপ্তর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, থানা শিক্ষা অফিসগুলোতে কর্মরত কর্মকর্তা, কর্মচারী ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সম্পর্কিত প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও পরিদর্শন করে থাকে। প্রাথমিক শিক্ষার বাজেট বাজেট প্রণয়ন ও বরাদ্দকৃত অর্থের সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকরণসহ যাবতীয় কাজে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর করে থাকে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা প্রশাসন এবং তদারকির জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়ী থাকে। এই অধিদপ্তর বিভাগীয় অফিস, জেলা অফিস, মহাবিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয় এবং মাদ্রাসাসমূহের সহযোগিতায় প্রশাসনিক কার্যাবলি পরিচালনা করে থাকে। এই অধিদপ্তরের কাজগুলো হলো সরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসাসমূহ পরিচালনা করা।

ভারত

ভারত ২২টি অঙ্গরাজ্য ও ৯টি কেন্দ্র শাসিত ইউনিয়ন টেরিটরি নিয়ে গঠিত বিশাল একটি রাষ্ট্র। শিক্ষার মূল দায়িত্ব অঙ্গরাজ্যগুলোর উপর ন্যস্ত। কেন্দ্রিয় সরকার অবশ্য শিক্ষার লক্ষ্য, প্রকৃতি ও কাঠামো নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ নীতি প্রণয়ন ও দিক নির্দেশনা প্রদান করে। এজন্য দেশের সর্বত্র প্রায় একই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা কার্যকর রয়েছে। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর শিক্ষা কাঠামো বর্তমানে যেরূপে বিদ্যমান রয়েছে তার বিবরণ নিম্নে দেয়া হল:

প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা

এই শিক্ষাস্তর ১ থেকে ৩ বৎসর মেয়াদী। এ শিক্ষা বাধ্যতামূলক নয়, তবে এ জন্য সরকারী উৎসাহ ও সাহায্য দেওয়া হয়।

প্রাথমিক শিক্ষা

পুরো ছয় বছর বয়সে নিয়মিত স্কুলের শিক্ষা আরম্ভ হয়। প্রাথমিক শিক্ষার স্তর একটানা ৭ কিংবা ৮ বছর মেয়াদী। শিক্ষাক্রম ও শিক্ষা পদ্ধতি ভেদে এই স্তরটিকে সুবিধার জন্য দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে: (ক) ১ম শ্রেণি হতে চতুর্থ বা পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত নিম্ন প্রাথমিক স্তর এবং (খ) ৫ম শ্রেণি হতে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত কিংবা ৬ষ্ঠ শ্রেণি হতে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত উচ্চ প্রাথমিক স্তর। ১৯৬৮ এর শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট অনুসারে সম্পূর্ণ প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা অবৈতনিক, বাধ্যতামূলক এবং সর্বজনীন হতে হবে।

নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা

এই স্তরের শিক্ষার মেয়াদ ২-৩ বছর। যে সকল শিক্ষার্থী নিম্ন প্রাথমিক স্তর ৭ বছরে শেষ করবে তাদের জন্য নিম্নমাধ্যমিক শিক্ষার মেয়াদ হবে ৩ বছর (৮ম থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত)। আর যে সকল শিক্ষার্থী উচ্চ প্রাথমিক স্তর ৮ বছরে শেষ করবে তাদের জন্য নিম্নমাধ্যমিক শিক্ষার মেয়াদ হবে ২ বছর (৯ম শ্রেণি হতে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত)। নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের শেষ প্রান্তে অর্থাৎ ১০ বছরের শিক্ষার শেষে অনুষ্ঠিত হবে প্রথম সাধারণ পরীক্ষা (সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা)। দশ বছরব্যাপী এই শিক্ষা হবে সাধারণ শিক্ষা, কোনো বিশেষীকরণ থাকবে না।

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা

বিদ্যালয়ের শেষ স্তরে রয়েছে দুই বছরের উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা। অর্থাৎ এখানে শিক্ষার্থীরা একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন করে। এ স্তরে বিশেষ পাঠের সূচনা করা হলেও চরম বিশেষীকরণ হয় না। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা শেষে হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। উচ্চ শিক্ষা বা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার স্তর। এ স্তরে রয়েছে তিন বা ততোধিক বছরের প্রথম ডিগ্রি স্তর (ব্যাচেলর ডিগ্রি-স্তর) এবং তদুর্ধের ২ বছরের ২য় ডিগ্রি-স্তর বা মাস্টার ডিগ্রি স্তর। এই স্তরে সাধারণ শিক্ষা ছাড়াও নানা ধরনের পূর্ণ সময় কিংবা আংশিক সময়ের শিক্ষা করেছে। উচ্চস্তরের শিক্ষা পর্যায়ে ৪টি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৪৫টি অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন ধরনের প্রায় ১০০টি ডিপ্লোমা কোর্স পরিচালনা করে থাকে। ১৯৮৬ সালে দিল্লীতে স্থানীয় পর্যায়ে স্থাপিত Indira Gandi National Open University (IGNOU) প্রায় ১৫০ টি পদ্ধতিতে বিভিন্ন বিষয়ে ডিপ্লোমা ডিগ্রি কোর্স পরিচালনা করে থাকে।

কারিগরি শিক্ষা

রাজ্যে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা ও ডিগ্রি পর্যায়ের বিভিন্ন ধরনের কারিগরি শিক্ষা কোর্স পরিচালনা করে। শিল্প ট্রেনিং বোর্ড, পলিটেকনিক ও রুরাল ইনস্টিটিউটগুলো বহু ধরনের ট্রেড এবং সেক্রেটারিয়াল কোর্স পরিচালনা করে। দশ বছরের স্কুল কোর্স শেষে এই কোর্সগুলোতে ভর্তি হওয়া যায়।

ওপেন স্কুল

১৯৭৯ সালে সেন্ট্রাল বোর্ড অব সেকেন্ডারি এডুকেশন' কর্তৃক "উন্মুক্ত বিদ্যালয়" প্রবর্তন করা হয়। ১৯৯০ সালে ভারত সরকার একটি রেজুলেশনের মাধ্যমে জাতীয় উন্মুক্ত স্কুলকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে কোর্স, পরীক্ষা গ্রহণ ও সার্টিফিকেট প্রদানের ক্ষমতা প্রদান করে। ১৯৯২-৯৩ শিক্ষাবর্ষে সারা ভারতে ২.৫ লক্ষেরও অধিক শিক্ষার্থী এই স্কুলের বিভিন্ন কোর্সে ভর্তি হয়।

উচ্চ শিক্ষা	দ্বাদশ শ্রেণির উর্দ্ধ শ্রেণি	স্নাতক ও স্নাতকোত্তর
মাধ্যমিক শিক্ষা	একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি	উচ্চ মাধ্যমিক
	নবম শ্রেণি-দশম শ্রেণি অষ্টম শ্রেণি-দ্বশম শ্রেণি	নিম্ন মাধ্যমিক
প্রাথমিক শিক্ষা	ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি ৫ম শ্রেণি থেকে সপ্তম শ্রেণি	উচ্চ প্রাথমিক স্তর

	১ম থেকে ৫ম শ্রেণি ১ম শ্রেণি থেকে ৪র্থ শ্রেণি	নিম্ন প্রাথমিক স্তর

উৎস: দত্ত, উপষাকান্ত, তুলনামূলক শিক্ষা, কলিকাতা: এডুকেশনাল বুক করপোরেশন, ১৯৭৪

চিত্র: ভারতের শিক্ষার কাঠামোগত বিন্যাস

শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালিত হয় কেন্দ্রীয়, রাজ্য ও স্থানীয় স্তরে, এই ত্রিশক্তির অংশীদারিত্বে। কেন্দ্রিয় সরকারের শিক্ষা বিষয়ক দায়-দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য রয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। শিক্ষামন্ত্রী এই মন্ত্রণালয়ের প্রধান। মন্ত্রীকে সাহায্যে করার জন্য রয়েছেন একজন সচিব, একজন অতিরিক্ত সচিব এবং কিছু সংখ্যক যুগ্মসচিব, উপসচিব ও সহকারী সচিব।

রাজ্য সরকারের দায়িত্ব

সাংবিধানিক অর্থে শিক্ষার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। রাজ্য সরকারের একটি রাজ্য শিক্ষা মন্ত্রনালয় রয়েছে, যার প্রধান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষামন্ত্রী। তিনি তাঁর দায়-দায়িত্বের জবাবদিহিতার জন্য পার্লামেন্টের নিকট দায়ী। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার সর্বাধিক বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রীর প্রায় সর্বময় ক্ষমতা রয়েছে। এছাড়া নারীশিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা বৃত্তিমূলক শিক্ষা সর্ম্পকেও রাজ্য সরকারের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব রয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য রয়েছে আধা সরকারী শিক্ষাবোর্ড।

শ্রীলংকা

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে শ্রীলংকা শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। ১৯৪৮ সালে স্বাধীনতা লাভের পর নতুন এবং পরিবর্তিত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠন শুরু করা হয়। শিক্ষাকে অবৈতনিক এবং মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে চালু করা হয়। ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক। শিক্ষার যাবতীয় ব্যয় কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল থেকে নির্বাহ করা হয়। শ্রীলংকার কিন্ডারগার্টেন থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক। ১৯৬০ সালের পর থেকে স্কুলগুলো সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসছে এবং বেশির ভাগ স্কুলেই কো-এডুকেশন চালু হয়েছে। ১৯৭৮ সালের শিক্ষা-সংস্কারের ফলে সাধারণ শিক্ষার সময় কাল ১৩ বছর করা হয় এবং প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীর ভর্তির বয়স ৫ বছর স্থির করা হয়। ১৯৮৫ সালে শিক্ষা কাঠামোকে নিম্নরূপ স্তরে ভাগ করা হয় : প্রাথমিক স্তর (১ম-৬ষ্ঠ শ্রেণি), জুনিয়র বা নিম্নমাধ্যমিক স্তর (৭ম- ৮ম শ্রেণি), উচ্চ মাধ্যমিক স্তর (৯ম-১১শ শ্রেণি), মাধ্যমিক উত্তর বা প্রি-ইউনিভার্সিটি স্তর (১১শ-১৩ শ্রেণি) শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক ও নিম্নমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা বাধ্যতামূলক। স্কুল পরিত্যাগের বয়স ১৪ বছর নির্ধারণ করা হয়েছে। নবম হতে দ্বাদশ শ্রেণির অধ্যয়নের শেষে Srilankan GCE O Level বহিঃপরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। এই পরীক্ষায় ৮টি বিষয়ের মধ্যে ৬ টি বিষয়ে কৃতকার্য হওয়া আবশ্যক। ছয়টি বিষয়ের মধ্যে গণিত এবং সিনহালা বা তামিল ভাষা রয়েছে। মাধ্যমিক উত্তর কোর্সটি সমাপনান্তে Srilankan GCE A Level পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করা যায়। ১৯৮৬ সাল থেকে National Certificate in English (NCE) নামে ইংরেজি ভাষার উপর নতুন জাতীয় পরীক্ষা প্রবর্তন করা হয়।

শ্রীলংকায় ছয়টি স্বায়ত্বশাসিত বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালগুলোর একাডেমিক, প্রশাসনিক ও আর্থিক বিষয়ের সমন্বিত নীতি প্রণয়ন ও দিক নির্দেশনার দায়িত্ব UGC এর উপর ন্যাস্ত। GCE A Level পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়ার পর উচ্চশিক্ষার জন্য এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া যায়। ব্যাচেলর জেনারেল ডিগ্রির জন্য তিন বছরে তিনটি বিষয় অধ্যয়ন করতে হয়। সফলতার সাথে দুবছরের কোর্স শেষে মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করা যায়। ব্রিটিশ মডেল অনুসারে ১৯৮০ সালে শ্রীলংকায় উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। আটটি পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট এবং চৌদ্দটি জুনিয়র টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট ইঞ্জিনিয়ারিং, কমার্স এবং বিজনেস ও ক্রাফটস্ এই তিন ধরনের কোর্স পরিকল্পনা করে। সার্টিফিকেট কোর্সগুলো দু'বছরের এবং ন্যাশনাল ডিপ্লোমা কোর্সগুলো দুই থেকে তিন বছরের। শিক্ষার কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রকৃত দায়িত্ব বিভিন্ন রিজিওনাল শিক্ষা বিভাগের। ২৪টি প্রশাসনিক ডিস্ট্রিক্ট এ ২৪টি ডিপার্টমেন্ট রয়েছে। প্রতিটি রিজিওনাল ডিপার্টমেট এ একজন রিজিওনাল ডাইরেক্টর অব এডুকেশন (RDE) দ্বারা পরিচালিত।

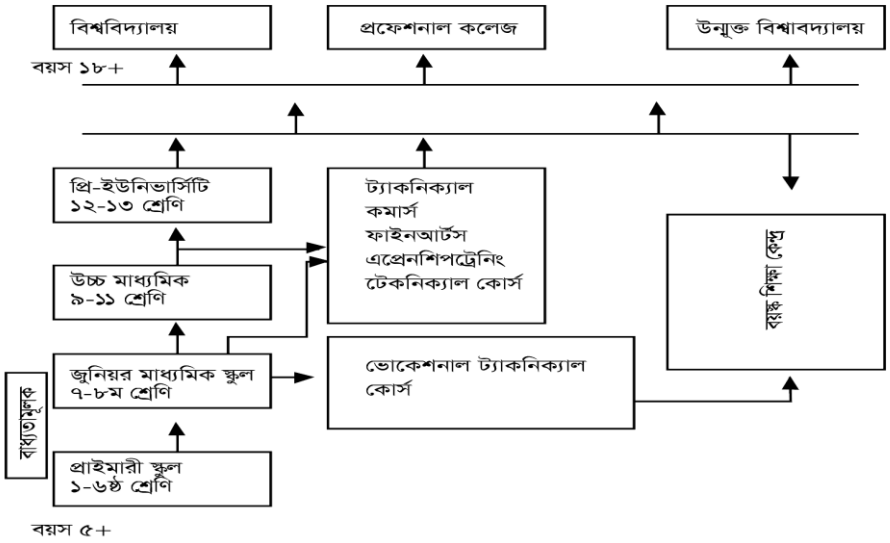

উৎস: ইউনেস্কো
চিত্র: শ্রীলঙ্কার শিক্ষার কাঠামোগত বিন্যাস

ইংল্যান্ড

অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সমাজ বৈষম্যই ইংল্যান্ডের শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। অভিজাত সমাজের জন্য ইংল্যান্ডে ছিল 'গ্রামার স্কুল', অক্সফোর্ড ও ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়। দরিদ্রদের জন্য ছিল 'ডেল স্কুল', 'কমন ডে স্কুল' চার্চ পরিচালিত অবৈতনিক চ্যারিটি বিদ্যালয়। সাধারণের শিক্ষা ছিল নিম্ন পর্যায়ের এলিমেন্টারি স্কুলের মধ্যে সীমাবদ্ধ। শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্রের পর্দাপণ ঘটে ১৮৩২ সালে শিক্ষার জন্য বার্ষিক রাষ্ট্রীয় বরাদ্দ প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে। ১৮৭০ সালে পার্লামেন্টে পাশ হয় প্রাথমিক শিক্ষা আইন। ১৮৯১ সনে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হয়। ১৮৯৪ সনে ব্রাইস কমিশন এর সুপারিশ আংশিক বাস্তবায়ন করে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কমিটি LEA (Local Educational Authority) এর হাতে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, নিম্ন কারিগরি প্রভৃতি সবরকমের শিক্ষার দায়িত্ব দেয়া হল। ১৯০২ সালের আইনের মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী উদ্যোগের সূচনা হয়। এর ফলে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণি উপকৃত হল। ১৯১৭ সনে ফিসার আইন, ১৯২৬ সালে হ্যাডো কমিটি, ১৯৩৮ সালে স্পেন্স কমিটি, ১৯৪১ সালে সিরিল নরউড কমিটি, ১৯৪২-৪৪ 'ম্যাকনেয়ার কমিটি' এবং ১৯৪২-৪৪ ফ্লেমিং কমিশন এর রির্পোটের ফলশ্রুতিতে হলো ১৯৪৪ সনের শিক্ষাআইন। ইতিহাসে এটি বাটলার আইন বলে পরিচিত। এ আইন ইংল্যান্ডের সামগ্রিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক এবং সুদুর প্রসারী পরিবর্তন এনেছে। এ জন্য এই আইনের গুরুত্ব তুলে ধরার জন্য মন্তব্য করা হয়- "The Education Act of 1944 constitutes the most important single progressive step ever taken in Education history,"(Cramer J.F 1965, 212)|

১৯৪৪ সনের শিক্ষা আইন এবং তৎপরে গৃহীত কয়েকটি সংযোজনী কিংবা সংশোধনী আইনের ভিত্তিতে ইংল্যান্ডের বর্তমানে শিক্ষা কাঠামো নিম্নরূপ:

২-৪ বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত - নার্সারী বিদ্যালয়/ প্রাথমিক সহকারী বিদ্যালয়ের নার্সারী শ্রেণি/ গৃহশিক্ষা

৫-৬ বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত - শিশু শিক্ষা (Infant Class)

৭-১০ উর্দ্ধ বছর পর্যন্ত : ১ম স্তর প্রাথমিক শিক্ষা

১১-১৫/১৬ পর্যন্ত : ২য় স্তর মাধ্যমিক শিক্ষা

১৬ এর উর্দ্ধে :৩য় স্তর: অধিকতর শিক্ষা (Further Education) এবং উচ্চ শিক্ষা অর্থৎ টেকনিক্যাল কলেজ, শিক্ষক-শিক্ষণ বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি শিক্ষা।

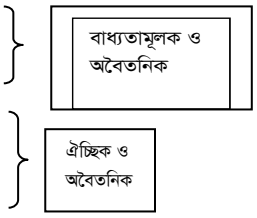

উৎস: ড. শরিফা খাতুন, তুলনামূলক শিক্ষাতত্ত্ব, খণ্ড ২
চিত্র: ইংল্যান্ডের শিক্ষার কাঠামোগত বিন্যাস।

প্রাথমিক শিক্ষা

৫-৭ বছরের পূর্ব পর্যন্ত শিশু শিক্ষা প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের অন্তর্ভুক্ত। প্রাথমিক স্তরের ৭-১১ বছর পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা জুনিয়র স্কুলগুলোতে দেওয়া হয়ে থাকে। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক এবয়ং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সহশিক্ষামূলক। এ স্তরের শিক্ষা অত্যন্ত সুপরিকল্পিত এবং আধুনিক শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কলাকৌশলের উপর প্রতিষ্ঠিত।

মাধ্যমিক শিক্ষা

ইংল্যান্ডের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোকে প্রশাসনিক বৈশিষ্ট্য ভেদে নিম্নোক্ত তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়:

১. **কাউন্টি বা আঞ্চলিক বিদ্যালয়:** LEA কর্তৃক পরিচালিত এইসব বিদ্যালয়ের দ্বার সবার জন্য উন্মুক্ত। বিদ্যালয় পরিচালনা, শিক্ষক নিয়োগ বা বরখাস্ত, উচ্চতর পদে উন্নীত করা ইত্যাদি যাবতীয় কাজ LEA করে থাকে।

২. **ভলান্টারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়:** এসব বিদ্যালয় LEAকর্তৃক পরিচালিত হয় না এবং এগুলো তিন ধরনের হয়ে থাকে যথা:

ক. নিয়ন্ত্রিত বিদ্যালয় (Controlled Schools)

খ. সাহায্য প্রাপ্ত বিদ্যালয় (Aided Schools)

গ. বিশেষ ঐকমত্যের বিদ্যালয় (Special Agrrement Schools)

LEA নিয়ন্ত্রিত বিদ্যালয়গুলোর ক্ষেত্রে মোট ব্যয়ের অর্ধেকেরও বেশি এবং সাহায্যে প্রাপ্ত বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে অর্ধেক দায়ভার গ্রহণ করে। এই জন্য LEA উভয় শ্রেণির বিদ্যালয়ে যথাক্রমে দুই তৃতীয়াংশ ও এক তৃতীয়াংশ পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য নিয়োগের অধিকার রাখে। বিশেষ ঐক্যমতের বিদ্যালয়গুলো আর্থিকভাবে সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী। তাই এগুলোর ক্ষেত্রে বাইরের হস্তক্ষেপের সুযোগ সীমিত। বিদ্যালয়ের ন্যূনতম মান বজায় রাখার স্বার্থে LEA কিছুটা প্রভাব বিস্তার করে।

৩. **স্বাধীন মাধ্যমিক বিদ্যালয়:** উইনচেস্টার, ইটন, শ্রসুবারি হ্যারো ইত্যাদি নয়টি পাবলিক স্কুলের জনপ্রিয়তা অপরিসীম। পারিপার্শ্বিকতার আনুকুল্যে ও আভিজাত্যের আড়ম্বরে এসব বিদ্যালয় একটি নিজস্ব ঐতিহ্য গড়ে তুলেছে। নিকোলাস হানসের মতে, "An Original English Educational Practice." অধিকাংশ স্কুলই হলো আবাসিক এবং এসব স্কুলের শিক্ষা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। স্কুলগুলোর সুনাম অর্জনের পিছনে উন্নতমানের প্রশাসন, উপযুক্ত শিক্ষক, ভালো শিক্ষার্থী-শিক্ষক সম্পর্ক ও মেধাবী শিক্ষার্থী ভর্তি ইত্যাদি কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে। খেলাধুলার প্রতি এসব স্কুল খুবই গুরুত্ব প্রদান করে থাকে।

প্রশাসনিক দিক ছাড়াও শিক্ষাগত (academic) দিক থেকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- গ্রামার স্কুল, মডার্ন স্কুল ও টেকনিক্যাল স্কুল।

গ্রামার স্কুল

গভীর জ্ঞান অর্জন, বুদ্ধিমত্তা এবং নেতৃত্বের গুণ বিকাশে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করাই এই স্কুলের লক্ষ্য। এসব স্কুলে ৭ বৎসর (১১-১৮ বৎসর বয়স অবধি শিক্ষাকাল। ১৬ বৎসরের পরে যে সকল শিক্ষার্থী এসব স্কুলে থাকে তারা সর্বোচ্চ "Sixth form" এ ১৬ বৎসর অতিবাহিত করে কোনো বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হবার মানসে।

মডার্ন স্কুল

এগুলো মূলত পরীক্ষামূলক বিদ্যালয়। আধুনিক অর্থনৈতিক ও শ্রমজীবনের সংগে সংগতি রেখে এই স্কুলগুলো তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। মিল, দোকান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, যানবাহন খামার প্রভৃতির জন্য মধ্যম স্তরের শ্রমদক্ষতা উপযোগী শিক্ষামান স্কুলগুলোতে দেওয়া হয়।

টেকনিক্যাল স্কুল

এখানে ২-৩ বৎসরব্যাপী কারিগরী শিক্ষা দেওয়া হয়। এসব স্কুলের পাঠ্যক্রম হলো বিশেষ শিল্প-নির্ভর অংক ও বিজ্ঞান। তাছাড়া ইংরেজি, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি পড়ানো হয়। সকল ছাত্রের সামর্থ্য ও অভিরুচি আরও কয়েক ধরনের স্কুল আছে।

কম্প্রিহেনসিভ স্কুল

ইংল্যান্ডের ন্যায় গণতান্ত্রিক সমাজ হতে বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে শ্রমিক দলীয় মন্ত্রীসভা ২য় বিশ্বযুদ্ধ শেষে সর্বপ্রথম এই ধরনের স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।

বাইল্যাটারেল স্কুল

গ্রামার, মডার্ন ও টেকনিক্যাল এই তিন ধরনের বিদ্যালয়ের যে-কোনো দুইটিকে একই বিদ্যালয়ের আওতায় আনয়নকে বাইল্যাটারেল স্কুল বলে।

মাল্টিলেটারেল স্কুল

বিভিন্ন প্রকৃতির মাধ্যমিক শিক্ষাকে একই বিদ্যালয়ের আওতায় মান আনায়নকেই মাল্টিল্যাটারেল স্কুল বলে।

অধিকতর শিক্ষা (Further Education) এবং উচ্চ শিক্ষা

ইংল্যান্ডের furthur education কথাটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়। মাধ্যমিক যাবতীয় শিক্ষাকেই এই স্তরের পর্যায়ভুক্ত করা হয়। শিক্ষা আংশিক বা পূর্ণ সময়ের, বৃত্তিমূলক বা সাধারণ যাই হোক না কেন, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও এই স্তরের অন্তর্ভুক্ত।

উপসংহার

পরিশেষে বলতে পারি, বিভিন্ন দেশের শিক্ষা-কাঠামো ও শিক্ষাপ্রশাসন ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা করলে নিজ দেশের শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামো ও শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বাস্তব ধারণা পাওয়া যায়। শিক্ষার মানোন্নয়ন ও অগ্রগতির নিশ্চয়তা বিধানের ক্ষেত্রে তুলনামূলক শিক্ষার বিশেষ অবদান রয়েছে। তুলনামূলক শিক্ষার মাধ্যমে অন্য দেশের শিক্ষার বৈশিষ্ট্য, কাঠামো, প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও গুণগতমান সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা সম্ভব। শিক্ষা-সংস্কারের বা উন্নয়নের ক্ষেত্রে অন্য দেশের শিক্ষাব্যবস্থা বিশ্লেষণ, পরীক্ষণ ও পর্যালোচনার মাধ্যমে নিজ দেশের শিক্ষাব্যবস্থা আন্তর্জাতিক মানের কোন পর্যায়ে আছে তা পরিমাপ করা যায়। তাছাড়া শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি সন্নিবেশিত করে নিজ দেশের আর্থসামাজিক উন্নতি সাধন করাও সম্ভব হয়।

তথ্যসূত্র

অজয় রায়। *শিক্ষায় নবযুগ*। কলিকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ ১৯৮৬।

উপষাকান্ত দত্ত। *তুলনামূলক শিক্ষা*। কলিকাতা: এডুকেশনাল বুক করপোরেশন, ১৯৭৪

জ্যোতিপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায়। *ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা*। কলিকাতা: শিক্ষা প্রকাশনী, ১৯৭৭।

মো তবারক উল ইসলাম। *তুলনামূলক শিক্ষা*। এম এড প্রোগ্রাম, স্কুল অব এডুকেশন EDM-1106, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৪।

হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্ট। *শিক্ষার ইতিহাস ও তুলনামূলক শিক্ষা*। ঢাকা: শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ১৯৯৪।

হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্ট। *শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থাপনা*। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ১৯৯৯।

Aggarwal, J. C. *National Policy on Education*. New Delhi: Arya Book Depot, 1979.

Chaube, S.P. and A. Shaube. *Comparative Education*. Second Revised & Enlarged Edition, New Delhi: Vikas Publishing House Pvt. Ltd., taag 1998.

Cramer, J. F. and Browne, G.S., *contemporary Education*. New York: Harcourt, Brace & World, Inc., 1965.

Joshi, R.N. *Education Elsewhere & Here*. Bombay: BharatiyaVidya Bhavan, 1979.

Shriyastsva, S.K. *Comparative Education*. New Delhi: Anmol Publications pvt. Ltd. 2005.

Sodhi,T.S. *A Textbook of contemporary Education*. Dhaka: Associated Business Corporation, 1998.